বিবাহ ও পারিবারিক জীবন

ধর্মশাস্ত্র ঃ

খ্রীষ্টকে সম্ভ্রম কর ব'লেই তোমরা পরস্পরের প্রতি অনুগত হয়ো। পত্নীরা, তোমরা যেমন প্রভুর অনুগত, তেমনি তোমাদের স্বামীরও অনুগত হয়ো। কারণ স্বামী স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ, খ্রীষ্ট নিজেই যেমন মন্ডলীর মস্তকস্বরূপ -- তিনি তো তাঁর সেই দেহের পরিত্রাতা। তাই মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের অনুগত, স্ত্রীরাও যেন তেমনি সমস্ত বিষয়ে তাদের স্বামীদের অনুগত হয়।

আর তোমরা স্বামীরা, তোমাদের স্ত্রীদের ঠিক তেমনিই ভালবেসো যেমন খ্রীষ্ট ভালবেসেছেন মণ্ডলীকে ঃ তার জন্যে তিনি নিজেকে তো উৎসর্গই করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন, মন্ত্র উচ্চারণে জলপ্রক্ষালনে মণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ ক'রে তিনি তাকে পবিত্র ক'রে তুলবেন। এই ভাবে তিনি গৌরবে বিভূষিত মণ্ডলীকে নিজের সামনে এনে দাঁড় করাতে পারবেন। তখন তার থাকবে না কোন কলঙ্ক, কোন বলিরেখা, কোন ত্রুটি -- বরং সে হবে পবিত্র, অনিন্দনীয়। তেমনি ভাবে স্বামীদেরও তাদের স্ত্রীদের ভালবাসা উচিত, যেমন তারা নিজেদের দেহকে ভালবাসে। নিজের স্ত্রীকে যে ভালবাসে, সে নিজেকেই ভালবাসে। কেউই নিজের দেহকে ঘৃণা করে না কখনো; মানুষ নিজের দেহকে তো পুষ্ট করে তোলে, তার যত্ন নেয়। মণ্ডলীর জন্যে খ্রীষ্টও ঠিক তাই করেন, কারণ মণ্ডলী তো তার সেই দেহ, যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমরা নিজেরাই। শাস্ত্রে লেখা আছে ঃ ''সেই জন্যে মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং তারা দু'জনে এক দেহ হয়ে উঠবে।'' এ এক মহান রহস্যাবৃত সত্য। আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর প্রসঙ্গেই এই কথা বললাম বটে, তবে তা তোমাদের প্রত্যেকের বেলায়ও খাটে ঃ তোমরা প্রত্যেকেই নিজের স্ত্রীকে নিজের মতোই ভালবেসো এবং স্ত্রীও যেন তার স্বামীকে শ্রদ্ধা ক'রেই চলে।

সন্তানেরা, প্রভুর কথা মনে রেখে তোমরা তোমাদের পিতামাতাকে মেনে চল, কেন না তা করাই তো সমীচিন। ''পিতামাতাকে সম্মান করবে'', এটিই তো সেই প্রথম আদেশটি, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে একটি প্রতিশ্রুতি; আর সেই প্রতিশ্রুতি হল এই ঃ ''তাহলেই তোমার মঙ্গল হবে, এই পৃথিবীতে তুমি দীর্ঘজীবী হবে।'' (এফেসীয় ৫:২১-৬:৩)

প্রারম্ভিক প্রার্থনা ঃ

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, তুমি আমাদের নারী ও পুরুষরূপে সৃষ্টি করেছো তোমার আপন সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে। তোমার প্রশংসা করি ও ধন্যবাদ জানাই কারণ তুমি আমাদের দিয়েছো তোমার বহুমূল্য উপহার, তোমার একমাত্র পুত্র আমাদের পরিত্রাতা ও মুক্তিদাতা যীশুকে, যিনি জন্ম নিয়েছিলেন পবিত্র পরিবারে। তিনি আমাদের দেখিয়েছেন তোমার চলার পথ, যা তিনি নিজেই অতিক্রান্ত করেছেন, সেই ক্রুশের পথ, সেই অনন্ত জীবনের পথ। তোমায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই, হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের মাঝে প্রেরণ করেছো অগ্নিময় পবিত্র আত্মাকে, যার নিকট এখন আমরা এই মিনতি রাখি, তিনি যেন তোমার ভালবাসায় উত্তপ্ত করে তোলে আমাদের হৃদয়; তোমার সত্যে আলোকিত করে তোলে আমাদের মন; এবং আমাদের এই কলকাতা ধর্মপ্রদেশের সকল পরিবারের মঙ্গলে তোমার পরিকল্পনায় আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে ক'রে তোলে আরো সুদৃঢ়।

হে পরম পিতা, আমরা তোমায় বিশেষ ভাবে অনুনয় করি যে যাদের ওপর আমাদের দেশের এই প্রান্তে নাজারেথের সেই পবিত্র পরিবারের ন্যায় খ্রীষ্টিয় পরিবারের প্রবর্তন, প্রতিপালন ও রক্ষা করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, তুমি সদা সর্বদা তাদের সাথে থেকো।

মা মারীয়া ও সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে এই প্রার্থনা করি। আমেন।।

ভূমিকা ঃ

পরিবার গঠন মনুষ্য জীবনে এক অত্যন্ত সুন্দর, গভীর ও পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা। খ্রীষ্টধর্মে, পরিবার এক পবিত্র বন্ধন এবং কাথলিক ঐতিহ্যে, পারিবারিক জীবনকে এক ধর্মসংস্কার হিসেবে মানা হয়। ''যে হেতু, জগতের সর্বময় সৃষ্টিকর্তা

ভগবান বিবাহিত জীবনাবস্থাকে মানব সমাজের সূচনা ও ভিত্তি রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন হিসেবে এবং তাঁর কৃপায় এই জীবনাবস্থা খ্রীষ্টে ও মণ্ডলীতে করে তুলেছেন এক নিগূঢ়তত্ত্ব সংস্কার রূপে, সেই কারণে সকল বিবাহিত ব্যাক্তিবর্গের ও সকল পরিবারের প্রৈরিতিক কাজ মণ্ডলী ও নাগরিক সমাজের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ..... ঈশ্বরই পরিবারকে সমাজের প্রাথমিক ও অত্যাবশ্যক কোষ হবার জীবন্তও দায়িত্ব সঁপেছেন।

সুস্থ বৈবাহিক জীবন ও সুস্থ পরিবারই এক সুস্থ ব্যক্তিত্ব ও সুস্থ সমাজ গঠন করতে সাহায্য করে। কিন্তু আজকের আধুনিক যুগে বিবাহ ও পরিবার এই দুটি প্রতিষ্টানই বিভিন্ন সংহতিনাশক কারণে ভেঙ্গে পড়ার আশংকায়। যেমন, বহুবিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, তথাকথিত অবাধ প্রেম, অত্যাধিক আত্মপরতা, কামলালসা ও অবৈধ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধুতি। এছাড়া আছে অধুনা আর্থ-ব্যবস্থা, সামাজিক ও মনস্তাত্তিক প্রভাব, নাগরিক সমাজের চাহিদা ও বিশেষ করে ভারত, অত্যাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত সমস্যা।

'দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকার গত ২০শে মে ২০১৪-র কলকাতা সংস্করণের ৮ম পৃষ্ঠায় 'আধুনিক পরিবার'-এর ওপর লেখা সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে : ''.....পাশ্চাত্যের সংস্কার মুক্ত উদার জগতে দু'জন পুরুষ বা দু'জন নারীর বিবাহ বা একত্রে বসবাস করা এখন খুব সহজেই মেনে নেওয়া হয়। (কেউ কেউ ঈশ্বরকে এই একীনতার বাইরেই রাখেন, আবার তাঁকে রাখলেও সেটি কোন সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে না।) কিন্তু সেই একই সংস্কারমুক্ত উদারমনা সমাজ এখনও কোনো সমকামী পরিবারেকে-অর্থাৎ দু'টি পিতা সহ সন্তান বা সন্তানসহ দু'টি মাতা - কোনোভাবেই সহজে মেনে নিতে পারে না। এক উদ্ভাবন চতুর অধিকার ভিত্তিক যুক্তির মোচরে তারা এই রকম এক দৃশ্যকল্পকে শিশুর দুই লিঙ্গের পিতা-মাতা পাওয়ার অধিকার থেকে বিঞ্চত হওয়া হিসেবেই দেখিয়ে থাকে।.....পুর্নজনন থেকে যৌন ক্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে প্রচলিত পরিবার ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলাই সমকামী বিবাহের এক ভয়ানক দিক।''

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে এই ভয়ানক পরিস্থিতিতেও, খ্রীষ্টমণ্ডলী সাহসের সাথে বিবাহ সংস্কারের মত মর্যাদাপূর্ণ ও পবিত্র প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন ও প্রতিপালন করে চলেছে।''

ভাগ ১ : খ্রীষ্টমণ্ডলীর শিক্ষা

পরিবার বিষয়ক বিভিন্ন বাইবেল ভিত্তিক বার্তার সৌন্দর্য্যের মূলে রয়েছে ঈশ্বরের আপন সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে নারী পুরুষের সৃষ্টি। যারা বিবাহ সংস্কারের মত এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তারা ভালবাসা, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব এবং তার চেয়েও বেশী, তারা ভগবানের সৃষ্টিকার্যে অংশগ্রহণ করার সর্বোচ্চ সম্মানের প্রাপক হয়; তাদের মিলনের ফলোপহার হিসেবে তারা মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য অন্যদের উন্নীত করার ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। তাদের প্রজনন ক্ষমতার কারণে, পুরুষ ও নারী মনুষ্য পরিবারের সৃষ্টি ও বৃদ্ধির সুরক্ষার কাজে ভগবানের সহযোগী হবার আহ্বান বিশ্বাসের সাথে পরিপূর্ণ করে। এ ব্যাপারে সাধু জন পল দ্বিতীয় তার ধর্মপত্র, Familiaris Consortio-তে মন্তব্য করেছেন ঃ ''ঈশ্বর মানুষকে তাঁর আপন সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন (আদি পুস্তক ১:২৬-২৭); ভালবাসার মাধ্যমে তাদেরকে তিনি তাদের অস্তিত্বে আহ্বান করেছেন এবং সেই সঙ্গে তাদের কাছ থেকে তাদের ভালবাসা চেয়েছেন। ঈশ্বর-ই ভালবাসা, এবং তিনি নিজের মধ্যেই বাস করেন নিজস্ব প্রেমময় আলাপনে। ভালবাসা তাই প্রতিটি মানুষের মৌলিক ও সহজাত প্রবণতা।

মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা ব্যহত হয়েছিল আদি পাপের কারণে (আদি পুস্তক ৩:১ - ২৪)। আমাদের প্রথম মাতা পিতার খলনের পরিণতি আমরা ইতিহাসের সর্বাংশে দেখতে পাই ঈশ্বরের মনোনীত জাতির মানুষদের জীবনে ও ঘটনা প্রবাহে। এবং এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই ভগবান আমাদের পরিত্রাণের জন্য পাঠিয়েছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে। সেই দেহধারী বাক্য, ঈশ্বর পুত্র, দেহধারণ করলেন কুমারী মারীয়ার গর্ভে এবং লালিত পালিত হলেন নাজারেথের সেই পবিত্র পরিবারে। তিনি কানা শহরের সেই বিবাহ বাসরে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রথম আশ্চর্য্য কাজ করৈ বিবাহ সংস্কারের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আনন্দের সাথে গ্রহণ করতেন তাঁর শিষ্যদের পরিবারের অভ্যর্থনা এবং বেথানীয়ায় তাঁর বন্ধুর শোকার্ত পরিবারকে জানিয়েছিলেন স্বান্তনা।

এইভাবে যীশুখ্রীষ্ট বিবাহ সংস্কারের অপার মাধূর্য্য প্রত্যর্পণ করে আরও একবার উত্থাপন করেছিলেন ঈশ্বরের সেই মহান পরিকল্পনা যা মানুষের, বিশেষ করে ইস্রায়েল জাতির, কঠিন হৃদয়ের কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল। সেই

সুচনাতে ফিরিয়ে গিয়ে, যীশু অস্বীকার ও ব্যাভিচারের প্রচলনকে খণ্ডন কবেশেখালেন স্বামী ও স্ত্রীকে শেখালেন একতা ও বিশ্বস্ততা,। যথাযথই যীশু মনুষ্য প্রেমের ঐ অসাধারণ সৌন্দর্য্যের মাধ্যমেই পুনঃস্থাপন করেছিলেন নারী ও পুরুষের বৈবাহিক প্রেমের মৌলিক মর্যাদা - সেই মনুষ্য প্রেম যা ইতিমধ্যেই জোড়ালো ভাবে উত্থাপন করা হয়েছে সলোমনের পরমগীতে এবং সেই বিবাহের বন্ধন যা হোশেয় ও মালাখিদের মত প্রবক্তাদের দ্বারা রক্ষিত।

এমন কি, গোড়ার দিকের খ্রীষ্টীয় সমাজে, পরিবারকে এক গৃহ-মণ্ডলী হিসেবেই দেখা হত। নতুন নিয়মের বিভিন্ন ধর্মপত্রে উল্লেখিত তথাকথিত পরিবার বিষক নিয়মাবলীগুলিতেও প্রাচীন মহান পরিবারগুলিকে দেখা হত স্বামী-স্ত্রী, পিতামাতা ও সন্তান এবং ধনী-গরীবদের মধ্যে গভীর সংহতি গড়ে তোলার জায়গা হিসেবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এফেসীয়দের কাছে লেখা ধর্মপত্র, যেখানে নারী ও পুরুষের দাম্পত্য প্রেমকে খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীতে এক নিগূঢ়তত্ব হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

শতকের পর শতক ধরে, এবং বিশেষ করে এই আধুনিক যুগে, খ্রীষ্টমণ্ডলী খ্রীষ্টীয় বিবাহ ও পরিবার সম্বন্ধীয় তার ধর্মতত্ত্ব-এর উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রদান অবিরামভাবে করে চলেছে। এর সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি আমরা পাই দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার প্রস্তাবিত আধুনিকযুগে মণ্ডলীর পালকীয় সংবিধান, 'Gaudium et Spes' -এ। এর একটি অধ্যায় পুরোপুরি নিবেদিত হয়েছে বিবাহ ও পরিবারের মর্যাদার ওপর। সমাজ গঠনে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকার ওপর জোড় দিয়ে সেখানে বলা হয়েছে, ''সমাজের ভিত্তিই হচ্ছে পরিবার, যেখানে বংশ-পরম্পরায় সবাই এক হয়ে একে অপরকে আরও প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানী হতে সাহায্য করে এবং সেই সাথে ব্যক্তিগত অধিকার ও সামাজিক প্রয়োজনের সমন্বয় ঘটাতে। বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে স্বামী-স্ত্রীর বিশ্বাসভরা জীবনকে খ্রীষ্ট কেন্দ্রিক করে তোলার আবেদন ঃ স্বামী-স্ত্রীরা, যারা জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া এবং মানুষের সত্যিকারের সম্মানের অধিকারী, তারা যেন নিজেরাই সমান স্নেহ-ভালবাসায়, মানসিক সঙ্গতি রেখে পারস্পরিক পবিত্রকরণের বন্ধনে যুক্ত হতে পারে। জীবনের যিনি মুলসূত্র, সেই খ্রীষ্টের পদানুসরণ করে নিজেদের ত্যাগ ও কাজের আনন্দ দ্বারা সাক্ষ্য দিতে পারে এই প্রেম ভালবাসার তত্ত্বের, যা যীশুখ্রীষ্ট জগতের কাছে প্রকাশ করেছিলে তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পরে, সাধু পিতরের উত্তরাধিকারীরা বিবাহ ও পরিবারের বিষয়ে শিক্ষাকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলে, বিশেষ করে পোপ ষষ্ঠ পল তাঁর প্রৈরিতি পত্র, Humane Vitae - তে সুনির্দিষ্ট নীতি ও নির্দেশাবলী উল্লেখ করেন পরবর্তী কালে পোপ ২য়জন পল তাঁর প্রৈবিতিক সম্ভাষণ 'Familiar Concoction -য়বৈবাহিক প্রেম ও পরিবারের মৌলিক সত্যে ঐশরিক পরিকল্পনার প্রস্তাবে বিশেষ জোড় দেন। তাঁর এই উপদেশ অনুযায়ী বিবাহই হচ্ছে একমাত্র জায়গা যেখানে আত্ম-দান, সম্পূর্ণ অর্থে, করা সম্ভব। দাম্পত্য প্রেমের এই চুক্তি, যা নারী ও পুরুষ স্ব-ইচ্ছায় ও স্ব-জ্ঞানে স্বীকার করে, তা কিন্তু ভগবানের-ই তৈরী জীবন ও ভালবাসায় গড়া এক ঘনিষ্ট সম্প্রদায়ের ভাবনাকেই স্বীকার করে। বিবাহ কোনো সমাজ বা কর্তৃত্বের অযাচিত হস্তক্ষেপ নয়। না-ই বা সেটি জোড় করে আরোপিত কোন বাহ্যিক বিবাহ এবং দাম্পত্য প্রেমের চুক্তির এক অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয়তা, যা সৃষ্টিকর্তা ভগবানের পবিকল্পনাতে সম্পূর্ণ আনুগত্য রেখে জীবন-যাপন করার জন্য একান্তই দরকার বলে আমরা জনসমক্ষে স্বীকার করে নিই।

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ধারা ১৬৬০ এই শিক্ষার মৌলিক দিকটা তুলে ধবে যেখানে বলা হয়েছে ঃ 'যে বিবাহ চুক্তির মাধ্যমে নারী ও পুরুষ তাদের নিজেদের মধ্যে প্রেম ও জীবনের এক অন্তরঙ্গ বন্ধন গড়ে তোলে, সেটি আসলে সৃষ্টিকর্তা ভগবানের আপন ও বিশেষ নিয়মানুসারে গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতভাবেই এটি দম্পতিদের নিজেদের ভালর জন্যই এবং সেই সঙ্গে তাদের সন্তানদের প্রজন্ম ও শিক্ষার জন্যও। এবং সে কারণেই যীশুখ্রীষ্ট বিবাহকে সামান্য দীক্ষা থেকে উন্নীত করেছেন পবিত্র সংস্কারের স্তরে (G.S.48, Code of Canon Law, 1044.1)''।

ধর্মশিক্ষায় উত্থাপিত এই ধর্মতত্ত্ব, ঐশতাত্ত্বিক নীতি ও নৈতিক ব্যবহার -- এই দু'টি বিষয়েই আলোচনা করেছে দু'টি পৃথক শিরোনামে। তা হচ্ছে, 'বিবাহ সংস্কার' এবং 'ষষ্ঠ আজ্ঞা'। ধর্মশিক্ষার এই দু'টি অধ্যায় মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে বিশ্বাস তত্ত্বর সঠিক ও হাল নাগাদ উপলব্ধি সম্ভব। বর্তমানযুগের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলায় খ্রীষ্টমণ্ডলী যা কাজ করছে, এই বিশ্বাস তত্ত্ব সেটিকে সমর্থন করে থাকে। খ্রীষ্টমণ্ডলী তার পালকীয় কার্য্যের জন্য অনুপ্রেরণা পায় এই একটি সত্য থেকে যে বিবাহ সৃষ্টিকর্তা ভগবানের পরিকল্পনারই এক অঙ্গ। সেই ভগবান যিনি নারী ও পুরুষকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং সময়ের পরিপূর্ণতায় যীশুর মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন দাম্পত্য প্রেমের সম্পূর্ণতা, যা পবিত্র সংস্কারের স্তরে উন্নীত করা হয়। পোপ ফ্রান্সিস তাঁর সাম্প্রতিক ধর্মপত্র, "Lumen Fidei"-তে বিশ্বাস কিভাবে প্রকাশ হয় এবং মানুষে ''মানুষে বন্ধন কত সুদৃঢ় হতে পারে যখন ভগবান আমাদের মধ্যে বিরাজ করেন'' -- এই বিষয়ে অনুধ্যান করতে গিয়ে,

পরিবার সম্বন্ধে লিখেছেন : ''পরিবারই হচ্ছে বিশ্বাস প্রকাশ হবার প্রাথমিক স্থান। আমি সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রে বিবাহকে নারী ও পুরুষের মাঝে এক স্থায়ী বন্ধন হিসেবে ভাবি। এই বন্ধন তাদের পারস্পরিক প্রেম থেকেই উৎপন্ন। যা ভগবানের নিজের ভালবাসারই চিহ্ন ও অস্তিত্ব স্বরূপ এবং তা লিঙ্গ পার্থক্যের উৎকর্ষতার ও স্বীকৃতি। কারণ এর দ্বারাই স্বামী-স্ত্রী এক দেহ হতে পারে এবং নতুন জীবনের জন্ম দিতে সক্ষম হয়, যা আসলে সৃষ্টিকর্তা ভগবানের ভালবাসা, প্রজ্ঞা ও তাঁর প্রেমময় পরিকল্পনারই বহিঃপ্রকাশ। ভগবানের এই ঐশ্বরিক ভালবাসার ওপর ভিত্তি করেই স্বামী স্ত্রী একে অপরকে পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসার অঙ্গীকার করতে পারে, যা তাদের সমস্ত জীবনকে নিবিষ্ট করে এবং বিশ্বাসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করে। চিরকালের ধরে ভালবাসার প্রতিশ্রুতি আমরা তখনই দিতে পারি যখন আমরা আমাদের নিজস্ব চিন্তাধারা ও অঙ্গীকার-এর চাইতে আরো বৃহৎ পরিকল্পনার কথা উপলব্ধি করতে পারি। এমন পরিকল্পনা যা আমাদের পোষণ করে এবং আমাদের সাহায্য করে আমাদের পুরো ভবিষ্যৎ তার হাতে সঁপে দিতে যাকে আমরা ভালবাসি।

''বিশ্বাস কোন ভীরু প্রকৃতি মানুষের আশ্রয় নয়। বরং বিশ্বাস আমাদের জীবনকে আরো সমৃদ্ধ করে, প্রেম ভালবাসার সেই মহৎ উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সচেতন করে। বিশ্বাস আমাদের আশ্বস্ত করে যে এই ভালবাসা বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য, কারণ তা ভগবানের বিশ্বস্ততার ওপর ভিত্তি করা, যা আমাদের সকল দুর্বলতার চাইতে অধিক শক্তিশালী।''

ভাগ ২ঃ আলো ছায়া পরিস্থিতি

২.১ আলো পরিস্থিতি

আমাদের খ্রীষ্টীয় পরিবারগুলি তুলনামূলকভাবে বেশী স্থিতিশীল ও দীর্ঘস্থায়ী। এর কারণ আমাদের পরিবারগুলি এখনও দৃঢ় সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ। এর মূলে রয়েছে আমাদের পিতা-মাতা, স্কুল ও প্যারিশ দ্বারা আমাদের বিশ্বাস গঠন।

আমাদের পিতামাতা এখনও সন্তান লাভকে ঈশ্বরের উপহার বলে গ্রহণ করে এবং অতীব ভালবাসায় ও যত্নে খ্রীষ্টবিশ্বাসে মানুষ করে তোলে।

আমাদের কাথলিক স্কুলগুলি ও আমাদের প্যারিশের ধর্মশিক্ষা কর্মসূচিগুলি আমাদের পরিবারের কল্যাণের জন্য এবং যথাসাধ্য সাহায্য করেন, বিশেষ করে তাদের ভর্তিনীতি দ্বারা, ছাড় ও স্পনসর-এর মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য দ্বারা। কাথলিক বিশ্বাস গঠন ও মূল্যবোধ শিক্ষার দ্বারা।

ধর্মতলায় Holy Family Centre -এ নিয়মিতভাবে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে প্রাক্-বিবাহ প্রস্তুতি ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। তেমনি, Fatima Centre-এ বিবাহ শুদ্ধিকরণ শিক্ষাও দেওয়া হয়।

শক্ত পারিবারিক বন্ধন, যা পরিবারের সাথে সময় ও সম্পদ ভাগ করে নিতে সাহায্য করে। বিশেষ করে জন্ম, বিবাহ, অসুস্থতা ও মৃত্যুর মত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলিতে যখন পরিবারের সকলে মিলিত হয় তখন পরিবারের ইতিহাসের সাথে সংযোগ গড়ে এই বন্ধন আরো দৃঢ়, আরো অটুট করে তোলা যায়।

নভেনা, প্রেরণকার্য ও তীর্থযাত্রার মত ঐতিহ্যবাহী কাথলিক উপাসনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে অধিক সংখ্যায় পরিবারে' সাড়া দেয়।

প্রায় সমস্ত প্যারিশেই ক্রমশ ক্ষুদ্র খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের স্থাপনা হচ্ছে যার দ্বারা খ্রীষ্টের বাণী ভিত্তি করে পাড়ার পরিবারের গড়ে তোলার কাজ পুনরাম্ভ করা যায়।

পরিবারের নবায়নে ''খ্রীষ্টের জন্য যুগল'' তাদের আপন অবদান রাখতে পারে।

প্যারিশ ও ডীনারী স্তরে 'পরিবার দিবস', 'যুগল দিবস', 'মাতৃ দিবস' ও 'পিতৃ দিবস'-এর মত বার্ষিক অনুষ্ঠান

উদ্‌যাপন করা।

২.২ ছায়ায় পরিস্থিতি

পরিবারে ক্রমশ ভাঙ্গন ধরা এবং বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, অধিকতর সংখ্যায় বিবাহ রদ করার আবেদনপত্র জমা পড়া ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের ঘটনার দিনে দিনে বৃদ্ধি। এর অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি হল দম্পতিদের মধ্যে গভীর ও পর্যাপ্ত উপলব্ধির অভাব যে বিবাহ মণ্ডলীর এক পবিত্র সংস্কার এবং আজীবনের চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক।

সদ্য-বিবাহিত দম্পতিদের জন্য কোনো প্রকার অর্থপূর্ণ বিবাহোত্তর কর্মসূচী নেই। একইভাবে, সারা ধর্মপ্রদেশে, নব-দম্পতিদের জন্য কোনরকম বিবাহোত্তর সহচারিতা কর্মসূচীর ব্যবস্থাও নেই। বয়স্ক ধর্মশিক্ষা ও পারিবারিক ধর্মশিক্ষা দান ও আমাদের পারিবারিক প্রৈরিতিক কার্যক্রমে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত।

পিতা-মাতাদের নিজেদেরই বিশ্বাস গঠনে ঘাটতি। যার কারণে তারা তাদের আপন সন্তানদের বিশ্বাস গঠনেও বিশেষ আগ্রহ দেখান না। দীক্ষাস্নান , খ্রীষ্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ-এর মত পবিত্র সংস্কারগুলি তাদের সংস্কারিক মূল্য ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক কাজের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।

সংসারের দৈনন্দিন কাজ যেমন জল ধরা, রান্না এমনকি রবিবারের দিনে কর্মস্থলে যাওয়া পরিবার গুলিকে রবিবারের খ্রীষ্টযাগে একসাথে যোগদান করতে বাঁধা সৃষ্টি করে। তাই রবিবারের মিসায়।

বিভিন্ন সামাজিক গণমাধ্যমের লভ্যতা ও পিতা-মাতা কর্মরত থাকার কারণে, পরিবারের সকলের এক সাথে নিয়মিত মিলিত হয়ে পারিবারিক প্রার্থনা, ভোজন ও আমোদ-প্রমোদে যোগদান করে পরিবারে একাত্মবোধ গড়ে তুলতে অসুবিধা। পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সমর্থক ও অর্থপূর্ণ যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের অভাব।

কিছু ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র খ্রীষ্টান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা স্কুলে ভর্তির জন্যই সন্তানদের দীক্ষাস্নান সংস্কার দেওয়া হয়। রবিবারের ধর্মশিক্ষা ক্লাসে উপস্থিতির পরিবের্ত্ত টিউশন ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া। আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রণোদনাও দিনে দিনে কমে যাচ্ছে।

বেশীরভাগ পরিবারের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা বেশ খারাপ। তাই দৈনন্দিন জীবিকা অণ্বেষণেই তারা পুরোপুরি নিবিষ্ট। প্রতিদিনের এই বেঁচে থাকার লড়াই ছাড়া তাদের অন্য কিছু করার বা ভাবার সময় একদমই নেই।

বিভিন্ন কারণে আন্ত-পরিবার মেলামেশা ও আদান-প্রদান প্রায় থেমেই গেছে। যার কারণে প্রতিটি পরিবার সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে এক নিঃস্বঙ্গ ও একাকীত্বের জীবন যাপন করে থাকে।

বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাস ও মন্ডলীর মানুষদের সান্নিধ্যে বাস করার কারণে মিশ্র বিবাহের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। এমন কি, বহু যুবক-যুবতী মণ্ডলীর বাইরে গিয়েও বিবাহ করছে অথবা সহবাস করছে।

ধর্মপল্লীর পুরোহিত দ্বারা ধর্মপল্লী পরিবারগুলির সাথে নিয়মিত ও পরিকল্পিত সাক্ষাতকার ও যোগাযোগ কর্মসূচীর অভাব। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে যাজক ও ধর্মব্রতীদের পালকীয় সেবাকার্য মানুষ বা পরিবার সংশ্লিষ্ট না হয়ে, প্রতিষ্ঠান বা ক্রিয়াকলাপ ভিত্তিক হয়ে থাকে।

গর্ভপাত এবং নির্বীজকরণের অভিশাপ ও সমাজে গর্ভনিরোধক মানসিকতার উদয় নারীর মর্যাদার প্রতি সত্যই অবমাননাকর।

ভাগ ৩ঃ লক্ষ্য নির্ধারণ

ভগবানের বাণীর ওপর ভিত্তি করে পরিবার গঠন এবং মানব জীবনকে সৃষ্টির শিরোপা হিসেবে স্থাপন করা। এই ভাবে, প্রতিটি পরিবার যেন এক একটি গৃহমণ্ডলী হয়ে ওঠে ও ধর্মপ্রচার করে এবং নিজেরা ধর্মশিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের এই কলিকাতা ধর্মপ্রদেশে ঐশরাজ্য স্থাপন করতে পারে। নাজারেথের সেই পবিত্র পরিবারই সকল কাথলিক পরিবারের আদর্শ।

দম্পতিদেরকে বিবাহ সংস্কারের পবিত্রতা উপলব্ধি করানো এবং দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন যে ভগবানের সাথে এবং তার আপন সঙ্গীর সাথে এক চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক, সেটি বোঝানো। স্বামী ও স্ত্রীর ভূমিকা যে প্রতিযোগিতামূলক নয় বরং পরস্পর -পূরক তা স্পষ্ট করে দেওয়া।

দায়িত্ববান পিতা-মাতার কর্তব্য পালনে স্বামী-স্ত্রীকে শিক্ষা প্রদান করা। তারা যেন তাদের সন্তানদের শারিরিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে গড়ে তুলতে শিক্ষা, অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিতে পারে এবং শান্তি, আনন্দ, একতা, কৃতজ্ঞতা, পরিতৃপ্তি, আশাবাদ ও স্থিতিস্থাপকতার মত ইতিবাচক মূল্যবোধ ও মনোভাব তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারে।

সকলের মধ্যে এই বোধ পুনরায় জাগিয়ে তোলা যে প্রতিটি গৃহমণ্ডলী (কাথলিক পরিবার)ই খ্রীষ্টের পবিত্র দেহের অঙ্গ এবং ঐশরাজ্য প্রসারে তাদের অর্থ, সময় ও প্রতিভা-র মত সম্পদ দানের ক্ষমতা সম্পর্কে অবিহিত করা।

ধর্মপল্লীর যাজকদের উৎসাহ দেওয়া তারা যেন 'ম্যারেজ এন্‌কাউন্টার', Couples for Christ (খ্রীষ্টের জন্য যুগল) ইত্যাদি পারিবারিক জীবন পুণর্নবীকরণ কর্মসূচীগুলিতে আরও বেশী পালকীয় সেবাকার্য দিতে ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে।

ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের পদ্ধতি অনুসারে আমাদের সকল পরিবারগুলিকে এক প্রার্থণারত, সেবামূলক, যত্নবান ও সহভাগি পূর্ণ সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করা।

ভাগ ৪ ঃ কর্মপ্রক্রিয়া পরিকল্পনা

বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী এই তিন ভাষায় বর্তমানে পরিচালিত মাসিক বিবাহ প্রস্তুতি শিক্ষা চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু সকল পালপুরোহিতদের এতে আরো গভীর ও সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। সেই সাথে বিবাহ শুদ্ধিকরণ শিক্ষা চালিয়ে যাওয়া।

প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন, যাতে প্যারিশ ও ডীনারী স্তর থেকে আরো বেশী সংখ্যক ধর্মশিক্ষক তৈরী করা যায়, যারা ধর্মপ্রদেশে অবস্থিত বিভিন্ন বিবাহ প্রস্তুতি শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে গিয়ে সাহায্য করতে পারে।

ধর্মপ্রদেশীয় পরিবার বিষয়ক পরিষদের সদস্যরা সকল পালপুরোহিতদের সাথে মিলিত হয়ে প্রতিঠি ধর্মপল্লীতে একটি প্যারিশ পরিবার সমিতি গঠন ও কার্যকর করা। প্রতিটি প্যারিশ প্রশিক্ষণের তাদের স্বেচ্ছাসেবীদের নামের তালিকা জমা দেবে।

  নব বিবাহিত দম্পতিদের জন্য বিবাহোত্তর সহচারিতা কর্মসূচীর আয়োজন, যেমন ধ্যান-নির্জন, কর্মশালা, পরামর্শ সেবা ও বিভিন্ন পরিবার নবীকরণ আন্দোলন (Marriage Encounters, Couples for Christ) ইত্যাদি এই সব কর্মসূচী বয়স্ক ও পারিবারিক ধর্মশিক্ষা দানেও আশা করা যেতে পারে।

২০১৩ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি সভার পরিকল্পনা ও আয়োজন করা হয় যেখানে Couple for Christ-এর জাতীয় সেবক নেতা (National Servant Leader) আর্চ বিশপ সহ সকল পালপুরোহিতদের এক অভিভাষণ দেন। এর পরবর্তীকালে 'Couples for Christ' সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়াবার উদ্দেশ্যে CFC সদস্যরা বিভিন্ন প্যারিশে খ্রীষ্টীয় জীবন সেমিনার / পরিবার দিবস আয়োজন করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই CFC আন্দোলন কে সফল করতে ও আমাদের পরিবারগুলিকে তার সুফল পেতে সকল পালপুরোহিতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভাগ ৫ ঃ আলোচনার জন্য প্রশ্ন

বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সহায়ক কি কি প্রাথমিক কাঠামো আপনার প্যারিশে বর্তমান আছে?

বিবাহ ও পারিবারিক জীবন বিষয়ে কি কি সমস্যা / অসুবিধা বেশীরভাগ প্যারিশবাসীরা সম্মুখীন হন?

আপনার প্যারিশে কি কি পরিবর্তন প্রয়োজন যাতে আপনি আজ যেখানে আছেন, সেখানে থেকে, আপনি যেখানে যেতে চান, সেখানে পৌঁছাতে পারবেন?

পারিবারিক জীবনের মান উন্নয়ণের জন্য আপনার প্যারিশ সম্পর্কিত কি কি নির্দিষ্ট ও কার্যকরী প্রস্তাব আছে?

উপসংহার ঃ

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে এটা নিঃসন্দেহে স্পষ্ট যে মানব সমাজের দুটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে বিবাহ ও পরিবার। এই দুটি প্রতিষ্ঠানই কিন্তু আজকের যুগে বিভিন্ন কারণে অতিশয় বিপদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। এতটাই যে, আমাদের বর্তমান পুণ্য পিতা, পোপ ফ্রান্সিস, বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনুধাবন করে, এ বছরের অক্টোবর মাসে বিশপদের এক বিশেষ ধর্মসভা এবং আগামী বছর বিশ্বের সকল ধর্মপালক নিয়ে বাৎসরিক সাধারণ সভার আহ্বান করেছেন মূলত এই ব্যাপারে আলোচনা করতে যে বর্ত্তমান যুগে খ্রীষ্টবাণী অনুসারে জীবনধারণ করতে গিয়ে পরিবারগুলি কি কি পালকীয় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

আমাদের আশা ও ইচ্ছা যে আমাদের ধর্ম-প্রদেশের পালকীয় পরিকল্পনা, বিশেষ করে বিবাহ ও পরিবার সংশ্লিষ্ট অংশ, যেন আমাদের সকল পরিবারকে এই যুগের সমস্যাগুলির দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে।

সমাপন প্রার্থনা ঃ

হে মা মারীয়া, আমাদের পরিত্রাতা ও প্রভু যীশুখ্রীষ্টের মাতা, তুমি পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা তোমার জীবনে স্বীকার করে তাঁর পুত্রের জননী হয়েছিলে।

তোমার সেই ঈশ্বর পুত্র তাঁর পিতার আজ্ঞা মেনে আমাদের দেখিয়ে গেছেন কিভাবে জীবনযাপন ও দুঃখকষ্ট বরণ করে অনন্ত পরিত্রাণ লাভ করা যায়।

হে আমার প্রিয় মাতা, আমরা বিনীত চিত্তে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি, তোমার মধ্যস্থতায় আমরা যেন তোমার পুত্র, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের কাছ থেকে এই অনুগ্রহ লাভ করি যার দ্বারা আমরা আমাদের জীবনে পরম পিতার সকল ইচ্ছা গ্রহণ ও স্বীকার করে নিতে পারি এবং তাঁর চিরন্তন শান্তির রাজ্যে যেন প্রবেশ করতে পারি। আমেন।।